জয়পুরহাটে সোনালী মুরগির ইতিহাস

নামঃ সোনালী মুরগি

বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর উপজেলার জামালগঞ্জ সরকারি হাঁস-মুরগি খামার কর্তৃক উৎপাদিত এবং সম্প্রসারিত একধরনের মুরগি।

জন্ম ইতিহাস ও পরিচিতিঃ জামালগঞ্জ সরকারি হাঁস-মুরগি খামারে ২০০০ সালের দিকে নতুন জাতের মুরগি উদ্ভাবনের জন্য চেষ্টা চালানো হয়। ২০০৩ সালের দিকে খামারের তৎকালিন সহকারি পরিচালক শাহ জামাল গবেষনায় সফল হয়ে এ মুরগি ইদ্ভাবন করেন।

উৎপাদন পদ্ধতিঃ নেদারল্যান্ডের আর.আই.আর জাতের মুরগির সাথে মিশরের ফাওমি মুরগির প্রজনন করে F1 এফ ওয়ান জেনারেশনের মোরগ গুলি লালচে বর্ণ এবং মুরগি গুলি ধুসর বর্ণের হয়। এরপর লালচে বর্ণের RIR মোরগের সাথে ধুসর জাতের মুরগির ব্যাক ক্রসের মাধ্যমে প্রাপ্ত F2 জেনারেশনের সকল মোরগ ও মুরগি হালকা সোনালী বর্ণের হয়। এই F2 জেনারেশনের মুরগিই সোনালী জাতের মুরগি নামে খ্যাত।

২০০৩-২০০৪ সালের দিকে এ মুরগি বানিজ্যিকভাবে সম্প্রসারন করা হয়। রোগবালা ও ঝামেলা কম আর লাভ বেশি হওয়ায় খুব দ্রুত এটির চাহিদা ও বাজার মুল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমানে এই সরকারি খামারে এখনো আসল RIR এবং ফওমি জাতের মুরগি উৎপাদন করা হচ্ছে যা থেকে আসল সোনালী মুরগির বাচ্চা খামারীদের মাঝে সরবরাহ হরা হয়। প্রতিবছর সরকারি খামারে সোনালী মুরগির একদিনের বাচ্চা এবং খাবারের মুরগি মিলে প্রায় ৯ থেকে ১০ লাখ টাকা আয় হচ্ছে।

ব্যক্তিগতভাবে গড়ে তোলা খামার মালিকরা এখান থেকে একদিনের বাচ্চা কিনে তারা প্যারেন্টস খামার করছে যা থেকে তারা ডিম পাচ্ছে এবং এই ডিম হ্যাচারীতে দিয়ে বাচ্চা ফুটিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলার খামারীদের কাছে বিক্রি করছে। একেকটি হ্যাচারী প্রতিমাসে ১ লাখ থেকে দেড় লাখ পর্যন্ত বাচ্চা উৎপাদন করছে।

সটঃ আবু বকর সিদ্দিক, সহকারি পরিচালক, সরকারি হাঁস-মুরগি খামার, জামালগঞ্জ, জয়পুরহাট।

বানিজ্যিক সফলতাঃ

এই সোনালী মুরগি দেখতে দেশী জাতের মুরগির মতোই এবং খেতে সুস্বাদু। মাত্র ৬০ দিনে এই মুরগির ওজন আসে ৭০০ থেকে ৮০০ গ্রাম যা ফ্রাই বা রোস্ট এবং অন্যান্যভাবে রান্না করে খাওয়ার উপযুক্ত। এ মুরগির উৎপাদন খরচ কম এবং অপেক্ষাকৃত সাধারন পরিচর্যায় পালন করা যায়। তাপ সহিষ্ণু এ সোনালী মুরগির ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবও কম।

বর্তমানে সোনালী মুরগি বাজারে বিক্রি হচ্ছে ১৬০ থেকে ২০০ টাকা কেজি দরে। ১ হাজার মুরগি লালন পালন করতে খরচ হয় ৯০ থেকে ১লাখ টাকা আর বাজারে বিক্রি হয় ১লাখ বিশ থেকে ১ লাখ ৩০ হাজার বা তারও বেশি। সময় সময় এর বাজার কম বা বেশিও হয়ে থাকে। এই মুরগি চাষে ইতিমধ্যেই অনেকেরই ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে।

ভক্সপপঃ খামারি, ব্যবসায়ী

রোগবালা নিয়ন্ত্রনে রাখার জন্য জেলা প্রাণিসম্পাদ অফিস ও সরকারি হাঁস-মুরগি খামারের কর্তব্যরত চিকিৎসক এবং পরামর্শকরা রাতদিন সেবা দিয়ে আসছে।

ভক্সপপঃ খামারী

সটঃ ডাঃ তরিকুল ইসলাম, চিকিৎসক, পশু সম্পদ অফিস, জয়পুরহাট।

জেলায় সোনালী মুরগির চাষ এবং সম্প্রসরানে প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তারা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সোনালী মুরগি জেলা ব্র্যান্ডিং হওয়ায় এই শিল্প এবং এই শিল্পের সাথে যুক্তদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সটঃ রুস্তম আলী, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, জয়পুরহাট

জেলার সর্বত্র এ মুরগি চাষে খামারীদের সর্বাত্মক সেবা দিয়ে আসছে জেলা প্রাণি সম্পদ অফিস। ব্র্যান্ডিং হওয়ায় এ শিল্পের প্রতি আরো গুরুত্ব বেড়েছে।

সটঃ .....জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা।

এ জেলায় নিবন্ধন ও নিবন্ধন ছাড়াই প্রায় ১০ হাজারেরও বেশি খামার রয়েছে। এছাড়া বাচ্চা উৎপাদনের জন্য ৩০টির ও বেশি হ্যাচারী এবং ছোট বড় মিলে প্রায় ১৫টির মত ফিডমিল গড়ে উঠেছে। এসব ফিডমিল থেকে প্রতিবছর প্রায় এক লাখ ৬০ হাজার মেট্রিকটন খাদ্য উৎপাদন হয়। সবমিলিয়ে এ শিল্পের সাথে কয়েক লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। তবে পোল্ট্রি শিল্পের সাথে যুক্ত জেলার সকলেই সোনালী মুরগিকে জেলার ব্র্যান্ডিং করায় সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ সেইসাথে এই মুরগির উন্নতির জন্য সরকারের আরও নেক নজর আশা করেন।